সংবাদ

তারিখ 05 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

ভেঙে পড়েছে আশাশুনি উপজেলার শিক্ষাব্যবস্থা

স্কুলগুলোতে চলছে সীমাহীন দুর্নীতি, অভিভাবক মহল আতঙ্কে

সংবাদদাতা (আশাশুনি) সাতক্ষীরা

শ্রেণী কক্ষ, শিক্ষা উপকরণ, আসবাপত্র স্বল্পতা, দক্ষ শিক্ষকের অভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা, ম্যানেজিং কমিটির স্বেচ্ছাচারিতায় আশাশুনি উপাজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৯টি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আশাশুনি উপজেলায় মাধামিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৯টি।

এর মধ্য একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬টি। এসব বিদ্যালয়ে ১২ হাজার ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে। উপবৃত্তির আওতায় প্রায় ৪ হাজার ছাত্রী বলে জানা গেছে। একজন ছাত্রীর উপবৃত্তি পেতে হলে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২৭০ দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে এবং শতকরা ৪৫ নম্বর পেতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন কোন স্কুলে অধিকসংখ্যক উপস্থিতি ও নম্বর প্রদানে অভিযোগ রয়েছে। আশাশুনি উপাজেলায় নারী শিক্ষার হার বাড়লেও মাধ্যমিক শিক্ষা দানে নিয়োজিত আছেন ৫৫০ জন শিক্ষক ও ৬ জন শিক্ষিকা। মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। আসবাবপত্রের অভাবে অনেক স্কুলের ছাত্রছাত্রীর কষ্টের মধ্যে ক্লাস করতে হয়। অনেক স্কুল দিনের পর দিন জরাজীর্ণ ভবন নিয়ে ক্লাস করে যাচ্ছে।

মাধ্যমিক পর্যায়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠনে কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ না থাকায় শিক্ষা সম্বন্ধে লব্ধ জ্ঞান সম্পন্ন নয় এমন অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি ডোনেশান দিয়ে ম্যানেজিং কমিটির অন্তর্ভুক্ত হয়। যার ফলে ম্যানেজিং কমিটি গঠনে লক্ষ্য অর্জিত হয় না। আশাশুনি উপজেলার মাধ্যমিক স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি নিষ্ক্রিয়। শিক্ষকরা বেতনের ৮০ ভাগ সরকার থেকে পেলেও অধিকাংশ শিক্ষকরা তাদের ২০ ভাগ বেতন স্কুল থেকে পায় না। ফলে শিক্ষকদের দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হয়। আশাশুনি উপজেলায় বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে ছাত্রছাত্রীরা

অধিকাংশ স্কুল ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে সেশনচার্জ ও খেলাধুলার কি গ্রহণ করলেও উপযুক্ত খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক চর্চা হয় না। আজ পর্যন্ত কোন স্কুল থেকে কোন সাময়িকী প্রকাশিত হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য স্কুলগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। ফলে অনেক স্কুল দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

আশাশুনি, ধুবহাটা, দরগাহপুর, প্রতাপনগর, মাড়িয়ালা, বড়দল, হাড়িভাঙ্গা, কুন্দুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষার পরিবেশের মধ্যে দিয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, বর্তমানে শিক্ষকরা ক্লাসের চেয়ে প্রাইভেট পড়াতে বেশি আগ্রহী। অনেক শিক্ষক ক্লাসে পাঠদানে অমনোযোগী, মেধানুসারে ছাত্রছাত্রীদের কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা, মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে যাতে করে গরিব ছাত্রছাত্রীরা কর্মসংস্থান করতে পারে। সে ব্যাপারে প্রয়োজনী পদক্ষেপ গ্রহণ